দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JUL 1986
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা

ডঃ আবুল হাসান শামসুদ্দিন

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং একটি পূর্ণাংগ জীবন দর্শন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজন, তার সব জিজ্ঞাসার জবাব এবং সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের যে-কোন পর্যায়ে যে-কোন সমস্যার সুষ্ঠু এবং ত্বরিত সমাধান দিতে পারে ইসলাম। ইসলাম শান্তির ধর্ম, সাম্যের ধর্ম। আল্লাহ ও রাসুলের ওপর বিশ্বাস রেখে সামাজিক ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়াই একজন মুসলমানের প্রধান কর্তব্য। ইসলাম স্বভাব-সংগত ধর্ম। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বা সমাজগতভাবে যা কিছু মানুষের কল্যাণকর তারই নাম ইসলাম। যায় মানুষের পক্ষে অশুভ বা দুঃসাধ্য, ইসলাম তা করতে বলে না।

ইসলামের সর্বপ্রধান বাণী— আল্লাহ এক; তাঁর কোন শরীক নাই। মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা-স্ত্রী কিছুই নাই। তিনিই এ-নিখিল বিশ্বের স্রস্টা ও পালন কর্তা। তিনি 'আকবার' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

ইসলামী জীবনবোধের মূল নিহিত রয়েছে এই তৌহিদ বা আল্লাহর একত্বের বিশ্বাসের ওপর। তৌহিদের সব চেয়ে বড় ফল সাম্য। সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই সবাই সমান। ইসলাম মানুষে-মানুষে জাতিতে-জাতিতে কোন ভেদাভেদ স্বীকার করে না। এ কারণে ইসলাম অসাম্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের মূলমন্ত্র হচ্ছে তিনটিঃ সালাত, খায়রাত ও জিহাদ। আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা তাঁর কাছে নিজের এবং পরের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা আর দিবারাত্র তাঁর গুণাবলীর বিষয়ে চিন্তা করা—এরি নাম হচ্ছে সালাত। মানুষের মনকে আল্লাহর অভিমুখে নিয়োজিত রাখাই হচ্ছে সালাতের আসল উদ্দেশ্য। সালাত থেকেই আসে সাম্যের চেতনা। কেননা, যিনি যথার্থভাবে এক আল্লাহর উপাসক, তিনি কোন মানুষকে ছোট মনে করতে পারেন না।

সমাজ থেকে অসাম্য দূরীকরণ তথা সমাজে ধন বণ্টনের সমতা বিধানের জন্য ইসলামে খয়রাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খয়রাত মানে ভিক্ষা নয়। পরের উপকার করা, আপদে-বিপদে পরের সাহায্য করা, আর পরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার নাম খয়রাত। প্রতিবেশীকে অনাহারে রেখে নিজে পেট পুরে খাবে—এটা ইসলামের বিধান নয়। তাই ইসলামে ধন বণ্টনের সমতা বিধানের জন্য ধনীদের ওপর আবশ্যিক দানের তাকিদ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের মহত্তম মূলমন্ত্র হচ্ছে জিহাদ। সর্বশক্তি দিয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই হচ্ছে জিহাদ। কেবল মিথ্যা বর্জনই মুসলমানের জন্য যথেষ্ট নয়; সত্যের সাধনা ও প্রচার এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

ইসলামের এই মূলমন্ত্রের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ইসলামী জীবনবোধ তথা ইসলামী মূল্যবোধ। ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে এই মূল্যপবোধ রূপায়ণের জন্য সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হল শিক্ষা। পারিপার্শ্বিকতার খারাপ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা এবং সত্য সরল পথে চলার সবচেয়ে প্রধান সহায়ক হল শিক্ষা। এজন্য রাসুলুল্লাহ শিক্ষাকে নর-নারী উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ বিদ্যার্জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের জন্য ফরজ। বিদ্যাচর্চাই জ্ঞান অর্জনের প্রধান সহায়, আর যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী সে কখনো ভুল পথে চালিত হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল, কি ধরনের বিদ্যার চর্চা আমরা করবো ? এক কথায় এর জবাব দিতে হলে বলতে হয়—যে-জ্ঞান মানুষকে সরল ও সঠিক পথে নিয়ে যায় আমরা সেই জ্ঞানই চাই। ইউরোপ-আমেরিকার মত আমরা ধর্মহীন জড় বিজ্ঞানের উপাসক নই। যে-বিদ্যা মানুষকে আল্লাহ্ ও রাসুলের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, মানুষকে কেবল ভোগবাদী করে তোলে, আমরা সেই বিদ্যা চাই না। তবে এ-কথার মানে এই নয় যে, মুসলমানদের জন্য কেবল ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাই রাখতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার সংগে সংগে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা না করলে সুসলিম সমাজের জাগতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নতি মুসলমানদের অবশ্যই কাম্য। ইসলাম ধন অর্জনের জন্য মানুষকে তাকিদ দিয়েছে। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ পাপ নয়, কিন্তু সুস্থদেহী প্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষে অকারণে অভাবগ্রস্ত থাকা পাপ। তাই আধুনিক জ্ঞান-বিজঞান শিক্ষার মাধ্যমে নিজের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে মুসলমানদের পক্ষে কোন ধর্মীয় বাধা নেই। বরং এ-ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে।

তবে পাশ্চাত্য ধরনের সম্পূর্ণ ধর্মবিহীন শিক্ষায় মানুষের জন্য কল্যাণ আসতে পারে না। ধর্মবিহীন শিক্ষার যে কী কুফল—দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এবং বর্তমান বিশ্বময় অশান্তিই তার বড় প্রমাণ; একথা কারো অজানা নয় যে, ইউরোপ-আমেরিকার বড় বড় শক্তিধরেরাই বিশ্বব্যাপী অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে।

ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণই এর একমাত্র প্রতিষেধক। আর, এই জাগরণের প্রধান সহায়ক হতে পারে ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সমন্বয় সাধন। বাংলাদেশের বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই এই ঈপিসত সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত এবং সরকারী অনুদান প্রাপ্ত ইবতেদায়ী থেকে কামিল মান পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলোতে যে পাঠক্রম চালু রয়েছে, তাতেই এই সমন্বয়ের প্রতিফলন দেখা যাবে। মাদ্রাসা বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষার্থীরা এখন সাধারণ শিক্ষার সমতুল্যতা নিয়ে সরাসরি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইত্যাদিতে ভর্তি হতে পারে।

এতে অবশ্যই অনেক সুফল হয়েছে। ইতিপূর্বে মাদ্রাসা সমূহে সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করে যারা বের হতেন, জীবিকার জন্য তাদের অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হত। কিন্তু ইসলাম এ-ধরনের বৃত্তি সমর্থন করে না। সংসারে থেকে, সংসারের যাবতীয় কর্তব্য সমাপন করে আল্লাহর ইবাদত করাই ইসলামী জীবন দর্শনের মূল কথা। বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষায় এই নীতিকেই রূপায়িত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইসলাম যেমন ধর্মহীন শিক্ষা সমর্থন করে না, তেমনি পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান বাদ দিয়ে কেবল ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেও বলে না। কেননা, ইসলামে বৈরাগ্যের কোন স্থান নেইঃ 'লা-রাহ্বানিয়াতা ফি'ল ইসলাম।

সুতরাং, ইসলাম মূল্যবোধের জাগরণে মাদ্রাসা শিক্ষা যথার্থ সহায়ক। কোমলমতি শিশুগণকে জীবনের সূচনালগ্ন থেকে ধর্মীয় বিধিবিধানের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগরণ সম্ভব বলে মনে করি। আমাদের সমাজে এখনও ধর্মের প্রভাব অপরিসীম। যথার্থ ধর্মচর্চা এখনও মানুষকে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ইত্যাকার অশান্তি থেকে রক্ষা করতে পারে। গোড়া থেকে যে-মানবশিশু ধর্মশিক্ষার পরিমণ্ডলে গড়ে উঠবে, তার মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ অবশ্যই প্রত্যাশিত. আদব-কায়দা, নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়, দয়া, দানশীলতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, বাধ্যতা ইত্যাদি গুণাবলী একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্রের অলংকার বলে মনে করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চরিত্রে ও ব্যক্তিজীবনে এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন সম্ভব। এর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে—মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে যারা জড়িত—বিশেষ করে শিক্ষাকদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর। তাঁরা যদি সৎ, কর্মঠ, ন্যায়নিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ইসলামী মূল্যবোধে অবশ্যই উজ্জীবিত হবে।

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা